১৪-১২-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - ভারত ভূমি হল সুখদাতা বাবার জন্মভূমি , বাবা এসেই সমস্ত বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করেন । "

প্রশ্ন :- সবথেকে উঁচু , বড় , লম্বা কাহিনী কি , যা তোমাদের বাচ্চাদের জন্য কমন ?

উত্তর :- এই নাটকের আদি -মধ্য এবং অন্তের কাহিনী বড় ,লম্বা এবং উচ্চ । এই কাহিনীকে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না । কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের জন্য এই কাহিনী খুবই সাধারণ । তোমরা জানো যে - এই নাটক কিভাবে হুবহু রিপিট হয় , এই সিঁড়ি কিভাবে ঘুরতে থাকে ।

গীত :- ওম্ নম: শিবায় .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চারা বাবার মহিমার এই গান শুনেছে । কার মহিমা ? উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের । যাঁকে পতিত - পাবন , দুঃখ হর্তা , সুখ কর্তাও বলে । যিনি সুখ দেন তাঁকে সবাই স্মরণ করে থাকেন । বাচ্চারা জানে যে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সুখ দেনা সমস্ত মানুষ মাত্রেই তাঁকে স্মরণ করে থাকেন আর অন্য ধর্মের লোকেরাও বলে যে বাবা এসেই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখ দেন । কিন্তু এই কথা জানে না যে বাবা তো সুখ দেন তাহলে দুঃখ কে আর কখন এসে দেয় , এই কথাও তোমরাই বুঝতে পারো । নতুন দুনিয়া যখন পুরোনো হয়ে যায় তখন তাকে দুঃখধাম বলা হয় । কলিযুগের অন্তের পরে অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে । সৃষ্টি তো একটাই । মানুষ এই সৃষ্টির চক্রকে একদমই জানে না তাই বাবা জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের এমন অবুঝ কে বানিয়েছে ? বাবাতো কাউকেই দুঃখ দেন না । বাবা সর্বদাই সুখ দেন । তোমরা জানো যে যিনি তোমাদের সুখ দেন তাঁর জন্মস্থানও ভারত আর যিনি তোমাদের দুঃখ দেন তারও জন্মস্থান এই ভারত । যদিও ভারতবাসী শিব জয়ন্তী পালন করে তবুও এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না যে এ হলো উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের জয়ন্তী । তাঁর নাম হলো শিব । এইকথা কেউই জানে না । মানুষ রাবণকে বছর বছর জ্বালায় । কিন্তু সে কি জিনিস , কবে থেকে এসেছে , কেন তাকে জ্বালানো হয়? এ সব কিছুই মানুষ জানে না । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই কথা কেউ জানতেই পারবে না । বাবা বোঝান যে প্রত্যেকের পার্টই আলাদা আলাদা । মানুষের এই অভিনয়ই গাঁথা হয়ে আছে । মানুষই বুঝদার । পশুরা তো অবুঝ । এখন মানুষও অবুঝ হয়ে গেছে । তারা জানেই না যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা,পতিত পাবন কে ? কেমন করে তারা পতিত হয়েছে আবার কেমন করেই বা পবিত্র হবে ? মানুষ ভগবানকে ডাকতেই থাকে কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । এই সময় হলো ভক্তিমার্গ । সমস্ত শাস্ত্রও এই ভক্তিমার্গের । শাস্ত্রে কিন্তু কোনো সদ্গতির জ্ঞান থাকে না । বলা হয় জ্ঞান , ভক্তি আর বৈরাগ্য । এইটাই বুদ্ধিতে আসে । এর অর্থও মানুষ জানে না । জ্ঞানের সাগর হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা , অবশ্যই তিনিই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তিনিই হলেন সদ্গুরু , সদ্গতিদাতা , তাই মানুষ তাঁকেই ডাকে যে, এসে আমাদের দুর্গতি থেকে বাঁচাও । দ্বাপরে আমরা সতোপ্রধান পূজারী হই তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে নামতে থাকি । যে সকল মানুষ আসে , তারা সকলেই সিঁড়িতে নামতে থাকে । যদিও বুদ্ধ আদির নাম সিঁড়িতে দেওয়া হয় নি । যদি তাঁদের দেখানোও হতো তাহলেও তাঁদের তো এই সিঁড়িতে নামতেই হতো । তাঁদেরও সতো , রজো , তমোতে আসতেই হবে । এখন সকলেই তমোপ্রধান । এখন বাবা বোঝান - এইসকল শাস্ত্র সকলই ভক্তিমার্গের , যাতে অনেক প্রকারের কর্মকান্ড লেখা

আছে । জ্ঞান দাতা হলেন একজনই – তিনি বাবা । জ্ঞান সাগর এসেই সত্যিকারের জ্ঞানের কথা শোনান । অর্ধেক কল্প হলো দিন ,তাতে ভক্তির কোন কথাই নেই । দিনে কেউ কখনই হোঁচট খায় না, সেই দুনিয়ায় সুখই সুখ । এই বাবার বর্সা তোমরা কল্পের সঙ্গম যুগেই পাও । এই জ্ঞান বাবা সেই বাচ্চাদেরই দিয়ে থাকেন যাদের তিনি আগের কল্পে দিয়েছিলেন এবং কল্পে কল্পে দিতেও থাকবেনা তারাই বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে যে রচয়িতাই এই রচনার জ্ঞান দিচ্ছেন । কতো ছবি বানানো হয় । তারপর তাঁদের ক্যালেন্ডারও তৈরী হবে । যখন কোনো নতুন জিনিস বের হয় তখন তা ছড়িয়ে পড়ে , এখন ভারতে রচয়িতা বাবা এসে রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিচ্ছেন । এও ছড়িয়ে পড়বে আর বাইরের সবার কাছে এই খবর যাবে ,তারপর তারা বলতে পারবে না যে স্বর্গে আমরা কেন গেলাম না । সকলেই এই খবর জানতে পেরে যাবে । এ হলো সম্পূর্ণ তৈরী নাটক , এতে কোনো তফাত হতেই পারে না । এই দুনিয়াতে তো অনেক মত আছে । কেউ বলে প্রকৃতি , কেউ বলে আত্মা নির্লিপ্ত .....শেষের দিকে এক বাবার কথাই সবাই শুনবে । তারা বুঝতে পারবে যে বরাবর আমরাই এই নাটকের অভিনেতা । এ হলো অনেক ধর্মের ঝাড় । সকলের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । এখন এই তালা বন্ধ । তোমাদের ধর্মের কথা আলাদা । বাকি এই নাটকের নিয়ম অনুসারে অন্য ধর্মের লোকেরা স্বর্গে আসতে পারবে না । তারা বলবে তাদের ধর্মস্থাপক ওই সময় আসবে । ক্রাইস্ট কখনো স্বর্গে কি আসবে ? এইসব কথা এই ঝাড় দেখেই বুদ্ধিতে আসবে , সিঁড়ি দেখে নয় । ঝাড় খুবই ভালো । বুঝতে পারবে যে এ হলো সম্পূর্ণ বানানো নাটক । বাকি যোগের কথা তো তোমরা বুঝতেই পারো । আমরা যদি পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করি তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । যখন যোগযুক্ত হয়ে যাবে তখন নিজের সম্বন্ধেও জানতে পারবে । রচয়িতা আর এই রচনার জ্ঞান আগে গিয়ে সবাই বুঝবে । এখন নয় । এই নাটকও অনেক যুক্তির দ্বারা বানানো হয়েছে । লড়াই তো লাগবেই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই নাটকের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । যদি নতুন কেউ আসে তবে তাকে শুরুর থেকে সবই বোঝাতে হবে । এ হল খুবই লম্বা কাহিনী । এ হলো খুবই উচ্চ , কিন্তু তোমাদের জন্য সাধারণ । তোমরাই জানো এই সিঁড়ির চক্র কিভাবে ঘোরে । বাবা বলেন – বাচ্চারা ভক্তিমার্গে তোমরা কত কষ্ট করেছো । এও নাটকে নিহিত আছে । এই সুখ দুঃখের খেলা তোমাদের ওপরই বানানো হয়েছে । তোমরা অনেক উঁচু জীবনও পাও আবার নীচুও হয়ে যাও । বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা , আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । ঝাড়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান তো আমার কাছেই থাকবে । বটগাছের ঝাড়ের উদাহরণ এর ওপরই আছে । সন্ন্যাসীরাও এর উদাহরণ দেয় কিন্তু কিছুই জানে না। তোমরা তো জানো কি করে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । এখন তার ফাউন্ডেশন আর নেই । বাকি সমস্ত ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে । সমস্ত ধর্মই আছে কিন্তু একটাই ধর্ম এখন নেই । বটের ঝাড়ও দেখো কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে । এর কান্ড দেখা যায় না কিন্তু কেমন সবুজে ভরে থাকে । অন্য কোনো গাছ তার ফাউন্ডেশন ছাড়া শুকিয়ে যায় কেননা গোড়া ছাড়া জল কিভাবে পাবে । কিন্তু বটের ঝাড় সম্পূর্ণ তাজা থাকে । এ অতি আশ্চর্য । যদিও এই ঝাড়ে দেবী দেবতা ধর্ম নেই । নিজেদের বুঝতেই পারে না , দেবী – দেবতা ধর্ম বদলে হিন্দু করে দিয়েছে । যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে , দেবী – দেবতা বলার উপযুক্ত আর নেই । তখন নাম বদল করে হিন্দু করে দিয়েছে । দেবতাদের কেবল জড় চিত্র আছে , যার থেকে বোঝা যায় স্বর্গে এঁদের রাজ্য ছিলো । কিন্তু এই স্বর্গ কখন ছিলো , এ কেউই জানে না সত্য যুগের আয়ু অনেক লম্বা – চওড়া করে দিয়েছে । যা অতীতে হয়ে গেছে তা আবার নিজের সময়ে রিপিট হবে । সেইসব ছবি এখন খুব অল্পই থাকবে । ওইসব আবার স্বর্গে হবে । এই জ্ঞান এখন তোমরাই বুঝতে পারো । বাকি সব ভক্তি করতে করতে পতিত হয়ে যাচ্ছে । একদিন পবিত্র দুনিয়া ছিল । তোমাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন ।

তাঁকে বলা হয় তিনি সবই জানেন । বাবা বলেন যে আমি এক একজনের মনের অবস্থা কি করে বুঝবো । কেউ কেউ বলে বাবা , তুমি তো সবই জানো । আমরা বিকারে যাই - তুমি তো সবই জানো । বাবা বলেন যে আমি সারাদিন বসে এতকিছু জানতে পারি কি ? আমি তো এসেছি পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে । তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে সুখের বর্সা নিচ্ছো । বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । কিভাবে তারা যাবে ? এতে তোমাদের কি আসে যায় । বাবা এসেই সকলকে মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান । এখানকার হিসেব - নিকেশ চুকিয়ে সবাইকে যেতে হবে । তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । অন্যের কথায় তোমরা কেন যাও ? এক শিববাবাই তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান । ভক্তিমার্গে জ্ঞানের এক সুতোও থাকে না । বলা হয় জ্ঞান এবং ভক্তি । তোমরা জিজ্ঞেস করো জ্ঞান কতো সময় আর ভক্তি কতো সময় চলে ? কেউএই বিষয়ে কিছুই বলতে পারবে না । ভক্তি অন্য জিনিস , বাবা নিজেই বোঝান যে আমি কিভাবে আসি আর কার মধ্যে আমি প্রবেশ করি । মানুষ ভক্তিমার্গে ফেঁসে থাকার কারণে খুব মুশকিলেই আমাকে চিনতে পারে , এইজন্যই তোমরা শিব শংকরের ছবির ওপর বোঝাতে থাকো । মানুষ এদের দুজনকে এক করে দেয় । একজন সূক্ষ্মবতনবাসী আর একজন পরমধাম বাসী, দুজনেরই জায়গা আলাদা - আলাদা। তাহলে এক নাম কি করে রাখে ? শিব হলেন নিরাকারী আর শংকর আকারী । এমন তো কেউ বলবে না যে শংকরের মধ্যে শিবের প্রবেশ ঘটে যাতে তোমরা শিব - শংকর বলে দাও । বাবা বোঝান যে আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি । তোমাদের কে বলেছে যে শিব শংকর এক ? শংকরকে তো কেউ গড ফাদার বলে না । তাঁর গলায় সাপ দিয়ে তাঁর মুখ কেমন করে দিয়েছে । তারপর তাঁকে ষাঁড়ের ওপর দেখানো হয় । শংকরকে তো ভগবান বলে মানবেই না । এক শিববাবাই ভক্তিতে সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন । শঙ্করের জন্য বলা হয় যে তাঁর চোখ খুললেই এই জগতের বিনাশ হবে । বাকি সূক্ষ্মবতনে কোনো ষাঁড় , সাপ ইত্যাদি থাকে না । এ তো এখানকার সৃষ্টি । মানুষ কতো পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে । এও ভাবে না যে আমরা পতিত । বাবা বলেন যে - আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করতে আসি । সাধনা করা হয় কিছু প্রাপ্তির জন্য । তাহলে সাধুরা নিজেদের শিব বা ভগবান কি করে বলে । শিবের তো সাধনা করার প্রয়োজন হয় না । তাঁর নামই তো সন্ন্যাসী । ভগবানের কি সন্ন্যাস নেওয়ার প্রয়োজন আছে ? যারা সন্ন্যাস নেয় তাদের গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতে হয় । ভগবানের কি এই বেশ ধারণ করতে হয় ? তিনি তো হলেন পতিত - পাবন । তিনি বলেন - আমি এই বেশধারীদেরও উদ্ধার করে থাকি । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকে নিজের নিজের অভিনয় করে থাকে । ভক্তিমার্গে মানুষ যা কিছু করে কিছুই বোঝে না । শাস্ত্র দিয়ে কারোর সদ্গতি হয় না । সদ্গতি হয় এক বাবার দ্বারাই । নাটক অনুসারে এই শাস্ত্রেরও প্রয়োজন । গীতাতে কতো কথা লিখে দিয়েছে । গীতা কে শুনিয়েছে , তাও কেউ জানে না । তোমাদের গীতার ওপরই মুখ্য জোর দিতে হবে । গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি । এখন এই ধর্মশাস্ত্র কে কখন রচনা করেছিলো আর এর দ্বারা কি হয়েছিলো ? কেউই তা জানে না । গীতাতে যা কিছু লেখা আছে তা আবার রিপিট হবে । আমি তাদের ভালো বা খারাপ কিছুই বলি না । কিন্তু বুঝতে পারি এ সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী , যা করে মানুষ নামতেই থেকেছে । 84 জন্ম নিতে নিতে উতরতি কলাতে তো আসতেই হবে। যখন সবাই নিজের অভিনয় করতে এই ধরায় চলে আসে তখন বাবা অন্ত সময়ে সবাইকে নিতে আসেন , তাই তাঁকে বলা হয় পতিত - পাবন , সবার সদ্গতিদাতা । তিনি যখন আসেন , তখন তিনি এসেই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান । এখন বাবা এসে তোমাদের পড়ান , কিন্তু মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তেই সব ভুলিয়ে দেয় । নাহলে ভগবান আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন এই ভেবে আমাদের কতখানি খুশী হওয়া উচিত । সত্যযুগে এই

জ্ঞান থাকবে না । তারপর আবার ভক্তিমার্গে ভক্তির শাস্ত্র থাকবে । 2500 বছরের এই অভিনয় চলতেই থাকবে । এই চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । দুনিয়ার মানুষ তো না পতিত - পাবনকে জানে, না পবিত্রকে কে পতিত বানায় তা জানে । কেবলমাত্র খেলনা বানিয়ে খেলতে থাকে , কিছুই বোঝে না । তোমাদের বলবে , তোমরাও তো ভারতবাসী ,তোমরা তাহলে কি করে বলো যে ভারতবাসীই কিছু বোঝে না , একদম অবুঝ । তোমরা বলো - এই কথা বেহদের বাবা বলছেন , তিনিই জ্ঞান দিচ্ছেন । আমরা এনার দ্বারা সমঝদার তৈরী হচ্ছি । প্রদর্শনীতে অনেক লোক আসে , তারা বলে এই জ্ঞানের কথা খুবই ভালো । বাইরে গেলেই সব ভুলে যায় কারণ তারা সকলেই হলো রাবণের অনুগামী । তোমরা এখন রামের অনুগামী হয়েছো । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে , আমাদের এখন রচয়িতা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । পতিত থেকে তিনিই পবিত্র বানাচ্ছেন । বাবা আমাদের কল্যাণ করেন । আমাদের আবার অন্যের কল্যাণ করতে হবে । যত তোমরা অন্যের কল্যাণ করবে তত উঁচু পদ পাবে । এ হলো রুহানী সেবা । রুহ অর্থাত্ আত্মাকেই বোঝাতে হবে । বোঝাবেও রুহ (আত্মা) । অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ - অভিমানী হও । দেহী - অভিমানী হলে অর্ধেক কল্প সুখ আর দেহ - অভিমানী হলে অর্ধেক কল্প দুঃখ । কত তফাত । তোমরা যখন এই বিশ্বের মালিক ছিলে তখন কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন এখানে কত মানুষ । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের শক্তিতে সব হিসেব - নিকেশ শেষ করে সতোপ্রধান হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । আর দ্বিতীয় কোনো বিষয়ে তোমরা যাবে না ।

২) ভগবান আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন , এই খুশীতেই থাকতে হবে । রুহানী সেবা করতে হবে ।

বরদান :- পবিত্রতার আধারে সুখ - শান্তির অনুভব করার জন্য নম্বর ওয়ান অধিকারী হও ।

যে বাচ্চা " পবিত্রতার " প্রতিজ্ঞাকে সদা স্মৃতিতে রাখে , তাদের তৎক্ষণাৎ সুখ - শান্তির অনুভূতি হয় । পবিত্রতার অধিকার নিতে একনম্বর থাকতে হবে অর্থাত্ সর্ব প্রাপ্তিতে এক নম্বর হতে হবে তাই পবিত্রতার ভিতকে কখনো কমজোর করবে না। তখনই লাস্ট থেকে ফার্স্ট হতে পারবে । এই ধর্মেই সর্বদা স্থির থাকবে - যাই হোক না কেন - ব্যক্তি , প্রকৃতি বা পরিস্থিতি যতই অসুবিধা করুক , এমনকি মৃত্যু এলেও ধর্ম ছাড়বে না ।

স্লোগান :- ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে ইনোসেন্ট (সরল)হলে প্রকৃত সেন্ট (সাধু) হতে পারবে ।